সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়ের নাম	পৃঃ নং

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৯ ও ৩০তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৫৯, বনু ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ ও তাহরীম ৬ নং আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) **সোনামণি জ্ঞানকোষ-১**-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), রহস্য (১-১৫ নং প্রশ্ন), জাদু নয় বিজ্ঞান (৪০ থেকে ৪১ পৃঃ), অমিল/ভিন্ন শব্দ এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

(খ) **সোনামণি জ্ঞানকোষ-২**-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩, শিশু অধিকার ০১-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ০১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক এবং شعر হ'ল কবিতা।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : সূরা ফাতিহা আরবী ও বাংলা।

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা (সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর মধ্যে ৬ নং গুণ)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৬ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (চতুর্থ মুদ্রণ), **জ্ঞানকোষ-২ ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (চতুর্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৫ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	**: ১১ই আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
২. উপযেলায়	**: ১৮ই আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৩. যেলায়	**: ২৫শে আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	**: ১৪ই সেপ্টেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

۞ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

বিষয়-১ : আক্বীদা (আবশ্যিক)

১. ইসলাম কবুলের জন্য পূর্বশর্ত হ'ল বুঝে-সুঝে 'কালেমা শাহাদত' পাঠ করা।

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

অনুবাদ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।

২. মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি ছয়টি। যাকে 'ঈমানে মুফাছ্ছাল' বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়।

উচ্চারণ : আ-মানতু বিল্লা-হি, ওয়া মালা-ইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াওমিল আ-খেরে, ওয়াল ক্বাদ্‌রে খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা'আলা।

অনুবাদ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে।

৩. 'ঈমানে মুজমাল' বা বিশ্বাসের সারকথা :

উচ্চারণ : আ-মানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া, বি আসমা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী, ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ আহকা-মিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অনুবাদ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে।

৪. ঈমানের অর্থ ও সংজ্ঞা : 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত। সন্তান যেমন পিতা-মাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয়, মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়।

সংজ্ঞা : পারিভাষিক অর্থে 'ঈমান' হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

ব্যাখ্যা : খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে, 'কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে, 'আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন'। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

বিষয়-৩ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

১. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا-

১. 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

২. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ◌ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ◌ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا-

২. 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

৩. إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ◌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ-

৩. 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকন ও মণি-মুক্তা খচিত অলংকারে ভূষিত করা হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। বস্তুতঃ তারা (দুনিয়াতে) পরিচালিত হয়েছিল পবিত্র বাক্যের (তাওহীদের) দিকে এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত পথের (ইসলামের) দিকে' *(হজ্জ ২২/২৩-২৪)*।

৪. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ-

৪. 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত রয়েছে পাষাণ হৃদয়ের ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে না যা তিনি তাদেরকে আদেশ করেন এবং তারা তাই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

বিষয়-৩ : (খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ

১. عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

১. হযরত ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯)।*

২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّهِ-

২. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) আর সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আল-হামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬)।*

৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ-

৩. হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ আহার করবে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে সে যেন বলে, বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ' (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ) *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২)।*

٤. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ-

৪. হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীরাই সর্বোত্তম ভুলকারী' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১)।*

٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

৫. হযরত ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)।*

٦. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-

৬. হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। যদিও তা খেজুরের অর্ধাংশের বিনিময়ে হয়' *(বুখারী হা/১৪১৭; মিশকাত হা/৫৮৫৭)।*

٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ-

৭. হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হ'ল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়' *(মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২)।*

٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ-

৮. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আনে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩৬৪৫)।*

٩. عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا-

৯. হযরত উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কানকাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)।*

١٠. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ-

১০. হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২)।*

বিষয়-৪ : দো'আ

[ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (চতুর্থ সংস্করণ)-এর ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ পৃষ্ঠা নং ১২৩ থেকে ১২৯]

১. اللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ-

উচ্চারণ : ১. আল্লা-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্‌তাগফিরুল্লা-হ, আস্‌তাগফিরুল্লা-হ, আস্‌তাগফিরুল্লা-হ (তিনবার)।

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১)*।

২. اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ-

২. আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্‌ সালা-মু ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালা-মু, তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌রা-ম।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'। 'এটুকু পড়েই ইমাম উঠে যেতে পারেন' *(মুসলিম হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০)*।

এই সময় তিনি তাঁর স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে সুন্নাত পড়বেন, যাতে দুই স্থানের মাটি ক্বিয়ামতের দিন তার ইবাদতের সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'ক্বিয়ামতের দিন মাটি তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে' *(যিলযাল ৯৯/৪)*।

৩. لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِا للهِ - اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

৩. লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুলি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ (উঁচুস্বরে)। আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুসনে 'ইবা-দাতিকা। আল্লা-হুম্মা লা মা-নে'আ লেমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লেমা মানা'তা অলা ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দে মিন্‌কাল জাদ্দু।

অর্থ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত' *(মুসলিম হা/৫৯৪; মিশকাত হা/৯৬৩)*। 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার

শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯)*। 'হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত' *(বুখারী হা/৮৪৪; মিশকাত হা/৯৬২)*।

৪. رَضِيتُ بِا للهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا-

৪. রাযীতু বিল্লা-হে রব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মে দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্‌ নাবিইয়া।

অর্থ : আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(আবুদাঊদ হা/১৫২৯)*।

৫. اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ-

৫. আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্‌নে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্‌লে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরে; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্‌ ফিৎনাতিদ দুন্‌ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! (১) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্টতম বয়স হ'তে এবং (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও (৫) কবরের আযাব হ'তে' *(বুখারী হা/৬৩৭৪; মিশকাত হা/৯৬৪)*।

৬. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

৬. আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হাযানে ওয়াল 'আজঝে ওয়াল কাসালে ওয়াল জুবনে ওয়াল বুখলে ওয়া যালা'ইদ দায়নে ওয়া গালাবাতির রিজা-লে।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ'তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ'তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ'তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ'তে' *(বুখারী হা/৬৩৬৯; মিশকাত হা/২৪৫৮)*।

৭. سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ-

৭. সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহাম্‌দিহী ‘আদাদা খাল্‌ক্বিহী ওয়া রিযা নাফ্‌সিহী ওয়া ঝিনাতা ‘আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালেমা-তিহ (৩ বার)।

অর্থ : মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ *(মুসলিম হা/২৭২৬; মিশকাত হা/২৩০১)*।

৮. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ، اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ-

৮. ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছাররিফাল ক্বুলূবে ছাররিফ ক্বুলূবানা ‘আলা ত্বোয়া-‘আতিকা।

অর্থ : ‘হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো’। ‘হে অন্তর সমূহের রূপান্তরকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও’ *(তিরমিযী হা/২১৪০; মিশকাত হা/১০২)*।

৯. اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ-

৯. আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্‌ না-র (৩ বার)।

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও! *(তিরমিযী হা/২৫৭২; মিশকাত হা/২৪৭৮)*।

১০. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

১০. আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা ওয়াল ‘আফা-ফা ওয়াল গিণা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি *(মুসলিম হা/২৭২১; মিশকাত হা/২৪৮৪)*।

১১. سُبْحَانَ اللهِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

১১. সুবহা-নাল্লা-হ (৩৩ বার)। আলহাম্‌দুলিল্লা-হ (৩৩ বার)। আল্লাহু-আকবার (৩৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর (১ বার)। অথবা আল্লা-হু আকবার (৩৪ বার)।

অর্থ : পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই

জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী *(মুসলিম হা/৫৯৬; মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর উক্ত দো‘আ পাঠ করবে, তার সকল গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়’ *(মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আয়েশা ও ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, তোমরা এ দো‘আটি প্রত্যেক ছালাতের শেষে এবং শয়নকালে পড়বে। এটাই তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চাইতে উত্তম হবে’ *(বুখারী হা/৫৩৬১; মিশকাত হা/২৩৮৭-৮৮)*।

১২. سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

১২. সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী, সুব্‌হা-নাল্লা-হিল ‘আযীম। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে ‘সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহামদিহী’ পড়বে।

অর্থ : ‘মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান’। এই দো‘আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো‘আ সম্পর্কে বলেন যে, দু’টি কালেমা রয়েছে, যা রহমানের নিকটে খুবই প্রিয়, যবানে বলতে খুবই হালকা এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারী। তা হ’ল সুব্‌হা-নাল্লা-হি... *(বুখারী হা/৬৪০৫; মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব ছহীহুল বুখারী উপরোক্ত হাদীছ ও দো‘আর মাধ্যমে শেষ করেছেন।

১৩. اَللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ-

১৩. আয়াতুল কুরসী : আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা’খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্‌ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরয। মান যালাযী ইয়াশফা‘উ ‘ইন্‌দাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহি। ইয়া‘লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্‌ মিন ‘ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে‘আ কুরসিইয়ুহুস্‌ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল ‘আলিইয়ুল ‘আযীম *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

অর্থ : আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে

যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' (নাসাঈ)। 'শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; মিশকাত হা/৯৭৪; বুখারী হা/২৩১১)*।

١٤. اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

১৪. আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বেহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বেফায্লিকা 'আম্মান সেওয়া-কা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করেন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৯)*।

١٥. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ-

১৫. আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইলা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'।

অর্থ : আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার করে তওবা করতেন' *(মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫)*।

১৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়ার নির্দেশ দিতেন *(আহমাদ হা/১৭৪৫৩; মিশকাত হা/৯৬৯)*। তিনি প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা ও চেহারাসহ সাধ্যপক্ষে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি এটি তিনবার করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৩২)*।

বিষয়-৬ : সোনামণি জাগরণী

১. চল

চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল
সঠিক পথে চল।
দাওয়াত ও জিহাদের পথে
সবাই মিলে চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
বুকে ঈমান নিয়ে
মুখে কালেমা বলে।
বীরের মতো চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
তাওহীদের পথে চলব মোরা
মোদের হবে জয়
আমরা সোনামণির দল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
কুরআন-হাদীছের পথে চলব
জান্নাতের জন্য লড়ব
মোরা নবীন কিশোরের দল
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।

--০--

২. শিক্ষা জাগরণী

বই খাতা কলম আমাদের সাথী,
যাতে বাড়ে মোদের জ্ঞান-এর জ্যোতি।
সকাল-বিকালে সময় মত মোরা
পড়তে বসি
সুন্দর জীবনের জন্য মোরা চেষ্টা করি বেশী
গড়েছেন যাঁরা সোনার জীবন
আমরা জানি তাঁদের খ্যাতি। -ঐ
আব্বু, আম্মু, শিক্ষকের কথা
মেনে চলি নিয়মিত
পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখি
কাজ থাকুক যত শত। -ঐ

--০--

৩. সীমাহীন রহস্য

সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
পূর্ণিমার চাঁদে দাও দৃষ্টি
কত সুন্দর আল্লাহ্র সৃষ্টি ॥
মন ভরে দেখ উদয়-অস্তের রবি
চারিদিকে অসংখ্য রঙিন ছবি। -ঐ
সাগর ও বনের অনাবিল দৃশ্য
আছে সেথায় সীমাহীন রহস্য ॥
ক্ষেতভরা ফসল সবুজ
বুঝিনি মোরা বড়ই অবুঝ ॥
সবই আল্লাহ্র দান
তিনি বড়ই মেহেরবান ॥ -ঐ
এসো সবে আল্লাহ্র প্রশংসা করি
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি। -ঐ

--০--

৪. ডাকছে

রাত পোহাল ফজর হ'ল
ডাকছে মুওয়াযযিন
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল
কায়েম কর দ্বীন।
ওযূ করে টুপী পরে
মসজিদে যাই
আল্লাহ হলেন সবার বড়
তাঁর বড় কেউ নাই।
তাওহীদের ঐ সবক নিয়ে
আয়রে সবে আয়
মুওয়াযযিন ডাক দিয়েছে
সময় চলে যায়।
আযান শুনে বসে থাকা
কবীরা গোনাহের কাজ,
সে কাজ মোরা করবো নাকো
তওবা করি আজ ॥

--০--

৫. এসো হে জনতা!

সোনামণি ডেকে বলে যায়, এসো হে জনতা সবাই ॥
এসো ইসলামী আলোকে তাওহীদী পথে ॥
এসো হে জনতা সবাই
কুরআনের পথ যে রাসূলের পথ
এই পথে চল হে মুসলিম সব ॥
এসো এই পথের আলোকে তাওহীদী জগতে
জগতের মুসলিম ভাই, এসো হে জনতা সবাই। -ঐ
ইসলামী জ্ঞানের সাধনা কর।
নবীদের দেখানো পথে চলে।
এই পথের আলোকে বিশ্ব জগতে
ডাক হে মুসলিম সবাই। -ঐ

--০--

বিষয়-৭ : হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ) মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা

সূরা **১**, আয়াত ৭, শব্দ ২৫, বর্ণ **১১৩**

أَعُوْذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ﴿۶﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অনুবাদ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক। (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান। (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক। (৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। (৬) এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।